অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

জামায়াত বেআইনি সংগঠন

সংবিধান ও আইনে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হতে পারে না

কাজী আব্দুল হান্নান

সম্পূর্ণ বেআইনি সংগঠন হিসেবে চলছে জামায়াতে ইসলামীসহ কিছু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। দেশের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এ ধরনের কোনো সংগঠন থাকতে পারে না। অথচ সরকারের কোনো মহলই এদিকে দৃষ্টি না দেওয়ায় প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আইন উপেক্ষা করেই তাদের সাংগঠনিক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল বরাবরই এসব দলের সমর্থন নিজেদের পক্ষে রাখতে চাওয়ায় এদের বিরুদ্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবি পর্যন্ত কখনোই জোরালো হয়নি। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের উদ্যোগ নেওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধনের বিষয়ে আপত্তি উঠেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এটাকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিষয় বলে আখ্যায়িত করে বলছে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে সরকারকে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন নিজেই বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুসরণ করে জামায়াতে ইসলামী বা এ ধরনের রাজনৈতিক দলকে বেআইনি সংগঠন বিবেচনা করে তাদের নিবন্ধনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে পারে। অন্যথায় কমিশনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে শপথ ভঙ্গের অভিযোগ উঠতে পারে বলে অভিমত পাওয়া গেছে।

জামায়াতে ইসলামীসহ অনেকের মতে, বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কিত অনুচ্ছেদটি তুলে দেওয়া, বিসমিল্লাহ সংযোজন এবং সর্বশেষ ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার পর তাদের রাজনৈতিক দল গঠনে কোনো বাধা নেই। এমনকি সংগঠিত হওয়ার সাংবিধানিক অধিকারের সুযোগ নিয়ে এসব দল বিভিন্ন সময় মুক্তিযুদ্ধসহ অনেক বিষয়েই অযাচিত বক্তব্য দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছে। যুদ্ধাপরাধী বিবেচনা করে এদের নিষিদ্ধ করার প্রশ্ন উঠলে জামায়াতের পক্ষ থেকে নতুন বিতর্কের জন্ম দেওয়া হয়েছে। তারা বলছেন, বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই– অতীতেও ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করতে যুদ্ধাপরাধীর বিতর্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের সংগঠন বা রাজনৈতিক দল করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এ অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বলা আছে, আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে সংগঠনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকবে। সংবিধানের দেওয়া এ অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা আছে বিশেষ ক্ষমতা আইনে। আইনটির ২০(১) ধারা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কিংবা ধর্মের নামে রাজনৈতিক দল গঠন করা বেআইনি। আইনের সুস্পষ্ট বিধান হচ্ছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের জন্য কোনো ব্যক্তি ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে দল গঠন বা এর সদস্য হতে পারবে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জামায়াতে ইসলামী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল কি-না। তাদের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত কায়েম। সমাজ, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা– কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে জামায়াতের দেওয়া ম্যানিফেস্টো বাস্তবায়ন। "পরিচিতি" নামের যে পুস্তিকায় জামায়াতের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে এর ১৬ পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে, জামায়াতে ইসলামীর অর্থ হচ্ছে, 'ইসলামী দল'। এতে রুকন সদস্য বা মেম্বার সম্পর্কে বলা আছে, "যিনি জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের 'লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন এবং জামায়াতের নিয়ম শৃঙ্খলা' মেনে চলতে ওয়াদাবদ্ধ হন।" এরপর দলটির আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং এর সদস্যদের অঙ্গীকারকে বিবেচনা করা হলে সংগঠনের ভিত্তি ধর্ম নাকি অন্য কিছু– এ নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ আছে বলে কেউ মনে করেন না।

এ সম্পর্কে দেশের কয়েকজন আইনজীবী ও সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, বেআইনিভাবেই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম চলছে। আইনটি লঙ্ঘন করা হলে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ থাকার পরও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলকে প্রকাশ্যে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে সংবিধানের কিছু বিধানকে পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বিশেষ করে সংবিধানের প্রাণ হিসেবে বিবেচিত ৭ অনুচ্ছেদ। সংবিধানের প্রাধান্য সম্পর্কিত এ অনুচ্ছেদে বলা আছে, "(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" অর্থাৎ সংবিধানে বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতার মালিক হিসেবে জনগণকে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ জামায়াতে ইসলামীর ঘোষণায় এ মালিকানা অস্বীকার করা হয়েছে।

আবার সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, এদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধান এবং অন্য কোনো আইন এ সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে তার সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বাতিল হবে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও সংগঠনটির গঠনতন্ত্র সংবিধানের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে উচ্চপদস্থ একজন সরকারি কর্মকর্তা প্রকাশ্যে কোনো বক্তব্য দেওয়ার অধিকার চাকরিগত কারণে না থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, আইনের বিধিনিষেধ উপেক্ষিত হওয়ার সুযোগে দেশে ছোট-বড় অর্ধশতাধিক ধর্মীয় রাজনৈতিক দল ও সংগঠন গড়ে উঠেছে। প্রচলিত আইন লঙ্ঘনের দায়ে কারাগারে যাওয়ার পরিবর্তে অনেকেই রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারক থেকে শুরু করে সন্ত্রাসী ধর্মীয় জঙ্গি বাহিনীর সংগঠক হিসেবে দেশ-বিদেশে স্বনামখ্যাত হয়েছেন। বেআইনি এই তৎপরতা বছরের পর বছর চলতে থাকায় দেশ সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদী সংকট নিয়ে বিপাকে পড়েছে। অথচ আশির দশকের প্রথমার্ধে পুলিশের একজন শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তা আইনটির প্রতি মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন। এরপর থেকে বহুল পরিচিত একটি আইনের সংশ্লিষ্ট অংশটির প্রতি দৃষ্টি দিতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বড়কর্তারা পর্যন্ত ভয় পান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, এরপরও সরকার নিজেই বিভিন্ন সময়ে আইনটিকে ব্যবহার করেছেন। যেমন, জঙ্গিবিরোধী অভিযানের আগে এর সংগঠন হরকাতুল জিহাদকে নিষিদ্ধ করতে আইনটি প্রয়োগ করা হয়।

প্রসঙ্গত, 'বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪'-এর ২০(১) ধারায় বলা আছে, "কোন ব্যক্তিই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে গঠিত কোন সাম্প্রদায়িক বা অন্য সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠন করতে বা এর সদস্য হতে বা অন্যভাবে এর তৎপরতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।"

আইনের এই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ধর্মভিত্তিক বা ধর্মের নামে কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠন গঠন করা হলে সরকারের করণীয় সম্পর্কিত নির্দেশও একই

আইনে দেওয়া আছে। বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০(২) ধারায় বলা হয়েছে, "যে ক্ষেত্রে সরকার সন্তুষ্ট হন যে, (১) উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘন করে সংগঠন বা ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে, বা সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়ন কাজ চালাচ্ছে, সেক্ষেত্রে সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বক্তব্য শ্রবণের পর সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষণা করবেন যে, তেমন সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়ন (১) উপ-ধারার বিধান লঙ্ঘন করে গঠন করা হয়েছে, বা বিধান লঙ্ঘন করে চালানো হচ্ছে; এবং এ ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়ন ভেঙ্গে গেছে বলে গণ্য হবে; এবং এর সমস্ত সম্পত্তি ও তহবিল সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে।"

এরপরও যদি কেউ এ ধরনের কোনো দল বা সংগঠনের কাজ অব্যাহত রাখে আইনে তার শাস্তির বিধানও রাখা আছে। ২০(৩) ধারায় বলা হয়েছে, "উপ-ধারা (২) অনুসারে একটি সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়ার পর যদি কোন ব্যক্তি সে সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়নের সদস্য বা কর্মকর্তা হিসাবে নিজেকে পরিচিত করেন, বা তেমন সংঘ বা সংগঠন বা ইউনিয়নের পক্ষে কাজ করেন, বা অন্য কোনভাবে কাজে অংশগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ডে বা অর্থদন্ডে বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।"

বিশেষ ক্ষমতা আইনের বিভিন্ন সময়ে সংশোধন করা হলেও এই ধারাটি এখনও বলবৎ রয়েছে। দেশের প্রচলিত আইন হিসেবে এর অন্য বিধানগুলো সরকার নিয়ত ব্যবহার করা সত্ত্বেও এই বিধানটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন আইন বিশেষজ্ঞরা।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার রফিকুল হকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের সঙ্গে বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০ ধারা একত্রে যুক্ত করে পড়লে দেখা যায়, জনশৃঙ্খলার প্রশ্ন থেকে থাকলে অবশ্যই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বাংলাদেশে থাকতে পারে না। জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার অবকাশ থাকলে ধর্মের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় চিন্তায় কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে আইনে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এমনটা হয়েছে মনে করলে সরকার ২০(২) ধারায় সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে পারে। এমনকি সরকার আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পরও যদি কেউ এ ধরনের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো দায়িত্বে থাকে তার অপরাধ আমলযোগ্য। সংশ্লিষ্ট আইনের ট্রাইব্যুনালে তার বিচার হবে এবং সে শাস্তি পাবে।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ বলেন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২০(১) ধারাটি অত্যন্ত ব্যাপক। দেশে সংগঠন বা দল করার নাগরিক অধিকার আইনের শর্তসাপেক্ষ। আইন যেখানে বলছে, ধর্মভিত্তিক কোনো সংগঠন কেউ করতে পারবে না; সেখানে কেউ যদি তেমন কোনো সংগঠন করে তা শুধু বেআইনিই হবে না– হবে সংবিধানবিরোধী কাজ। এ ধরনের সংগঠনকে প্রজাতন্ত্রের কোনো প্রতিষ্ঠান মেনে নেওয়ার অর্থ হবে সেই প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বেআইনি কাজের সহযোগী হলেন। তারাও যোগসাজশের ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। তাছাড়া সংবিধান সমুন্নত রাখার শপথ গ্রহণকারী কেউ এ ধরনের প্রতিষ্ঠানকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিদাতা হলে তিনি শপথ ভঙ্গের দায়ে দায়ী হবেন। যেমন নির্বাচন কমিশন যদি এ ধরনের কোনো সংগঠনকে নিবন্ধন করে সেক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার ফিরে পাওয়ার পর যে কোনো নাগরিক কমিশনের বিরুদ্ধে শপথ ভঙ্গের অভিযোগ আনতে পারবেন।

পুলিশের একজন সাবেক মহাপরিচালক নিজের পরিচয় প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের তৎপরতা শুরু হওয়ার পর আইনটির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও এখতিয়ার না থাকায় পুলিশ এই বেআইনি তৎপরতা প্রতিহত করতে পারেনি। দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল সব আমলেই তাদের সমর্থন নিয়ে জোট গঠন করে নির্বাচন জিততে কিংবা সরকারের বিপক্ষে দলভারি করতে চেয়েছে। সরকারে থাকা রাজনৈতিক দলও ভবিষ্যতে এ ধরনের দলের সমর্থনের পথ উন্মুক্ত রাখতে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব দেখায়নি। এমন পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসনের সরাসরি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ কখনোই ছিল না। এমনকি সরকারি নীতিনির্ধারক পর্যায়ের নির্দেশ না পাওয়ায় এ ধরনের কোনো দলের কাউকে বেআইনি কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার অপরাধে গ্রেফতার পর্যন্ত করা সম্ব হয়নি। দু'দশক আগে ইসলামী দল হিসেবে খ্যাত একটি সংগঠনের তৎপরতা জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার পর্যায়ে যাচ্ছে বলে ধারণা করা হয়েছিল। সে সময় এই আইনটি প্রয়োগের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বশর্ত পূরণের প্রয়োজন ছিল। এই লক্ষ্যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন পুলিশের একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা। কিন্তু কাজটি করে তিনি রাষ্ট্রক্ষমতার কোপানলে পড়েন এবং সপ্তাহকালের ব্যবধানে তাকে দায়িত্ব থেকেই সরিয়ে দেওয়া হয়।

Print

Editor: Abed Khan
Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821,8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,
E-mail: info@shamokalbd.com
If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com
Powered By: NavanaSoft